দৈনিক
জনকণ্ঠ

22 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সময়োপযোগী করে সংশোধনের সুপারিশ

স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহারের অভিযোগ মঞ্জুরি কমিশনের

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করে চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত অধ্যাদেশসমূহ সময়োপযোগী করে সংশোধন করার সুপারিশ করেছে কমিশন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে আর্থিক ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং মান অর্জনে যত্নবান হওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্টে এসব অভিযোগ উঠেছে। 'বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৫' নামে এই রিপোর্টটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশের কথা রয়েছে। রিপোর্ট প্রকাশের পর সেটি সরকারের কাছে জমা

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পাতার পর)

দিয়ে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হবে।

সূত্রমতে, মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ এই রিপোর্টে বলা হয়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করলে শিক্ষার পরিবেশ বারে বারে বিঘ্নিত হওয়ার সমস্যাটি দৃষ্টিগোচর হয়। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের অব্যাহত ধারা বজায় রাখা উচ্চ শিক্ষার পূর্বশর্ত।

কিন্তু অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক সহিংসতা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করে চলেছে। এ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করার আকুলতা ও প্রয়োজনীয়তা অভিভাবকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

...অতিশয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনুভব করে। সমাজ ও ...বিচ্ছেদ্য অংশ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। ...গুলো কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালা নয়। এ কারণে ...বদ্যালয় অধ্যাদেশগুলোর কিছু কিছু বিধান সময়োপযোগী সংস্কার করে এই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উদ্ধার করা যেতে পারে বলে মঞ্জুরি কমিশন মনে করে। কমিশন মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশগুলোকে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সংশোধন আনা যেতে পারে। অচলাবস্থা নিরসনে মঞ্জুরি কমিশনের সরাসরি ভূমিকা রাখার মাধ্যমেও সমস্যার আশু সমাধান করার আইনী ব্যবস্থা নেয়ার বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার হচ্ছে। এই স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত নতুন বিভাগ খোলা, শিক্ষক নিয়োগসহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে সঠিক ক্ষেত্রে সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আর্থিক নীতিমালায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অভিন্ন নীতিমালা মঞ্জুরি কমিশনকর্তৃক প্রণীত হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রয়োগ মঞ্জুরি কমিশন আশা করে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য মঞ্জুরি কমিশনকর্তৃক কার্যকর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৫০৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা পৌনঃপুনিক মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র ৪৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয়। অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামগ্রিক রাজস্ব বাজেটে নিজস্ব আয়ের পরিমাণ শতকরা ৫ থেকে ১২ ভাগ। যা নিতান্ত নগণ্য। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিকতর সচেতন ও সময়োপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মঞ্জুরি কমিশন আশা করে।

একই সঙ্গে কমিশন এও আশা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত শিক্ষা আনুষঙ্গিকে অধিক হারে ব্যয় করবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেতন ভাতা, পেনশন বিদ্যুত, পরিবহন ইত্যাদি খাতে সমগ্র পৌনঃপুনিক ব্যয়ের ৮৬ শতাংশ ব্যয় করে। অপরপক্ষে মাত্র ১৪ ভাগ ব্যয় করে শিক্ষা আনুষঙ্গিকে। এতে করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন ও মান ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অতএব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগামীতে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি ও শিক্ষা আনুষঙ্গিকে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটাবে বলে কমিশন আশা করে। আর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অপচয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃপক্ষ রিপোর্টের এসব চিত্রের কথা স্বীকার করে বলেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তা প্রকাশ করা হবে।